দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1
১৩ই আষাঢ় ১৩৯৪

শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি

(১ম-পাতার পর)

এই তথ্য প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, 'গত ২৫ ও ২৬শে জুন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (জাসদ)-এর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে গোলাগুলী ও বিস্ফোরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে মাহবুবুর রহমান বলেন, পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে।

পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং গতকাল শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রদের হল ত্যাগ করার জন্য সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখে।

মন্ত্রী বলেন, সিণ্ডিকেট গতকাল শনিবার সকালে পুনরায় বৈঠকে বসে এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং ছাত্রদের হল ত্যাগের জন্য তাদের পূর্বের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা হবে।

আমাদের সংসদ রিপোর্টার জানাচ্ছেন, শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতির পর সিপিবি'র মো: ফরহাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত করা সংক্রান্ত কমিটির একটি বৈঠক হয়েছে। সরকারের একটি ওয়ার্কিং পেপার তৈরী করার কথা। এখনও করেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কবরের শান্তি বিরাজ করছে। উপ-প্রধানমন্ত্রী ডা: মতিন বলেন, আগামী ৪ঠা জুলাই কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক হবে। আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ বলেন, নতুন অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়ে রাজনীতি মুক্ত করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ডা: মতিন বলেন, ১৯৭৩ সালে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র আমদানী করেছিলেন। অস্ত্র আনতে পারবেন, কিন্তু অস্ত্রমুক্ত করতে পারবেন না। এ সময় সংসদ কক্ষে বেশ হৈচৈ হয়।

বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '৭৪ সালে যারা অস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঙ্গা বাধিয়েছিল, সেই শফিউল আলম প্রধানকে আপনারা ছাড়িয়ে নিয়ে জাগদল গঠন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যে নতুন অস্ত্রের সমারোহ, সরকারী মদদ না থাকলে এটা হত না। পুলিশ অস্ত্রধারীদের পাহারা দেয়। যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক। সরকার যদি সত্যিই চান, তাহলে অস্ত্রমুক্ত করা দু'মিনিটেরও ব্যাপার নয়। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা গণ্ডগোল করেছে, তারা দু'দিন আগে মুক্তি পেয়েছে।

উপাচার্য মান্নানের আহবান

(১ম পাতার পর)

সিনেট অধিবেশনের শুরুতে উপাচার্যের 'অভিভাষণে' অধ্যাপক মান্নান আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কোন অবস্থাতেই কারো পক্ষ বা প্রতিপক্ষ নয়, এর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হলে দেশ সামাজিকভাবে পিছিয়ে যাবে। গত এক বছরে ক্যাম্পাসে সংঘটিত বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, এসব ঘটনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ হুমকির মুখোমুখি হয়। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের এই চিত্র আমাদেরকে আশংকিত না করে পারে না। তিনি বলেন, অনেক সময় এমন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যার মূল কারণ অবস্থান করে ক্যাম্পাসের বাইরে এবং এধরনের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়।

উপাচার্য বলেন, তবুও ছাত্রদের নৈতিক বলে বলীয়ান করে সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিরোধে আমরা সবসময়ই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি 'শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ' গঠন সেই প্রতিজ্ঞারই একটি সুন্দর প্রকাশ। এই পরিষদ কাজ শুরুর পর থেকেই ক্যাম্পাসে এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে এবং অস্ত্রের আস্ফালন, বহিরাগতদের আনাগোনা ও বেপরোয়া আচরণ দূর করার একটি পথ পাওয়া যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ছাত্রদের গণতন্ত্র চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে বলে তিনি জানান।

ভর্তি সমস্যা, অর্থসংকট

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান ভর্তি সমস্যার কথা উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শিক্ষা পদ্ধতিতে কারিগরি ও পেশাজীবী শিক্ষা, প্রি-মেডিক্যাল, প্রি-প্রকৌশল ও প্রি-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নতুন পাঠ্যক্রম সংযোজন করা প্রয়োজন। কলেজ থেকে অনার্স পাস করা শিক্ষার্থীদের ভর্তির দায়িত্ব অবিলম্বে এক বা একাধিক এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার ওপর ন্যস্ত করার জন্য তিনি দাবী জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসংকট প্রসঙ্গে অধ্যাপক মান্নান বলেন, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার চেয়ে বড় সামাজিক বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, অথচ দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং বার্ষিক বাজেট বরাদ্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার চাহিদা অনুযায়ী টাকা পাচ্ছে না।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, গতানুগতিক ধারায় পরিচালিত প্রশাসন আশির দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে পারে না, কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে কাজের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

আলোচনা

উপাচার্যের ভাষণশেষে তার ওপর অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশ নিয়ে রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড: মশিহুজ্জামান বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে কর্তৃপক্ষ বারবার ব্যর্থ হয়েছেন।

তিনি প্রশ্ন করেন, ৪।৫টি সংগঠনের হাতে অস্ত্র থাকার কথা জানার পরও এতদিনে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি এবং গত শুক্রবার সিণ্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও কেন তা স্থগিত রাখা হয়েছে। অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী বলেন, সীমাবদ্ধতার কথা বলে আমরা অনেক কিছু এড়িয়ে যাচ্ছি অথচ আজ সত্য উচ্চারণ করা এবং পেছনের চক্রান্ত উদঘাটন করা দরকার।

আলোচনার এক পর্যায়ে উপ-উপাচার্য বলেন, সন্ত্রাস দমনে অতীতে আমরা ব্যর্থ হইনি, বরং সঠিক উদ্যোগই নেয়া হয়নি। তিনি বলেন, সন্ত্রাস এখন আর শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, শিক্ষকদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হচ্ছে।

অন্যান্যের মধ্যে ড: মহব্বত আলী, ড: আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, ড: শাজাহান তপন, নূরুল আনোয়ার, এস,এম নূরুল হক, জি,এম হালিম প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

অধিবেশন চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হলের কর্মচারীরা তাদের দাবী পূরণের শ্লোগান দিয়ে সেখানে যান। উপাচার্য তাদেরকে আশ্বাস দেন যে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের সাথে একটি সমঝোতা বৈঠক হবে। গতকাল সন্ধ্যার পর সিনেট অধিবেশন আজ বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।